দৈনিক সংবাদ
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 30 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা

১৫ই আষাঢ় 'সংবাদ'-এ "শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা" শিরোনামে প্রকাশিত জনাব ফাইজুদ্দীন আহমেদের পত্রটি পড়লাম। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনকে কেউ অস্বীকার করেন না, কিন্তু পেশাগত প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক হলেই যে তিনি শিক্ষক হিসেবে অযোগ্য হবেন, পত্রলেখকের এ মতের সাথে আমরা একমত নই। শিক্ষক হিসেবে কে যোগ্য আর কে অযোগ্য তা বিচার হতে পারে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণ ক্ষমতাকে সম্যক উপলব্ধি করে সে বিষয়ে সঠিক পাঠদানের ভিত্তিতেই। এবং তা প্রচলিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও সম্ভব বলে আমরা মনে করি। অতীতে তো বটেই এ যুগেও এমন অনেক প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন, যোগ্য শিক্ষক হিসেবে যাদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। প্রচলিত প্রশিক্ষণ না থাকলেও তা তাদের জন্য যোগ্যতা ও সুনামের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। আসলে যোগ্য শিক্ষক তারাই, যাদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি তৃতীয় নয়ন রয়েছে। প্রশিক্ষণ যোগ্যতা অর্জনে বড়জোর একটি মাত্রা হতে পারে, কিন্তু মাপকাঠি কখনোই নয়।

পত্রলেখক জাপান, চীন, ভারত ও ফিলিপিনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কি উল্লিখিত সেইসব দেশের মত অবস্থা? যে নিয়মে, যে সব উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের প্রয়োজন, তা কি একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে এসে পাচ্ছেন? দেশের হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি সবগুলোই তো বলতে গেলে নড়বড়ে খুঁটির উপর ভাঙ্গা গৃহ মাত্র। ক'টা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার কিংবা বিজ্ঞান গবেষণাগার রয়েছে? উপকরণের কোন ব্যবস্থা না করে কেবল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিলে তা কি কাজে আসবে?

আর এটাও তো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আজকাল 'যোগ্য' শিক্ষক হওয়ার জন্য তেমন কেউ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন না। মূলে যে কারণ, সেটা ব্যক্তিগত চাকরি ক্ষেত্রে প্রমোশন তথা বেতন স্কেল পরিবর্তনের প্রয়োজনেই শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সুতরাং প্রশিক্ষণের সাথে কোন শিক্ষকের যোগ্য বা অযোগ্য হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে বলে আমরা মনে করি না।

মোস্তফা কামাল,
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।